শব্দ প্রমাণ খণ্ডন

শব্দ প্রমাণবাদীগণ আপ্ত বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্য এবং বেদবাক্যকে শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। শব্দের বাচকত্বহেতু যারা শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন চার্বাকগণ তাদের যুক্তিও খণ্ডন করেছেন। শব্দ প্রামাণ্যবাদীদের যুক্তি হল, যেহেতু শব্দের একটা বাচ্য অর্থ আছে, সেহেতু তার প্রামাণ্যও আছে। প্রত্যেক শব্দই কোন না কোনও অর্থের বাচক। এই যুক্তি খণ্ডনে চার্বাকগণ বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধ স্বীকার্য নয়।

যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহলে তা কিরূপ সম্বন্ধ ? তাদাত্ম্যলক্ষণ সম্বন্ধ ? কিন্তু তা স্বীকার্য নয়। যেহেতু, শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে আকারগত ভেদ আছে। আবার তদুৎপত্তিলক্ষণসম্বন্ধও থাকতে পারে না। কারণ এমন অনেক শব্দ আছে যা অর্থহীন অর্থাৎ অর্থহীন শব্দ পাওয়া যায়। আবার শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ সাময়িক বা সাংকেতিকও বলা যাবে না। কারণ শব্দও অনন্ত সংখ্যক, আবার তাদের অর্থও অনন্ত সংখ্যক। তাই উভয়ের মধ্যে অভিন্ন এক নিমিত্ত থাকা অসম্ভব। আবার যে সময়ে শব্দ হতে অর্থের প্রতিপত্তি হয়, সে সময়ে সংকেতিত শব্দের অবস্থান বিদ্যমান থাকে না। আবার, অর্থবোধক শব্দের সংকেতও সব সময় জানা সম্ভব নয়। কারণ, সংকেত করার সময়, সেই সংকেতের অভাব থাকে।

এই শব্দ হতে এই অর্থ বুঝতে হবে - এটিই হল সংকেতের স্বরূপ। তাই শব্দ ও অর্থের মধ্যে সাময়িক সম্বন্ধও থাকতে পারে না। আবার, শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক, একথাও বলা যায় না। কারণ এরূপ সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা উপনীত হওয়া যায় না। যদি বলা হয় অর্থাপত্তির সাহায্যে অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু তাও বলা যায় না। কারণ অর্থাপত্তি হল প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমান নির্ভরশীল। আদের প্রামাণ্য প্রথমে প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর অর্থাপত্তি অনুমান ভিন্ন অপর কিছু নয়। তাই শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পদসকলের বাচকত্ব স্বীকার করা যায় না।

পদের বাচকত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে পদসমুচ্চয়রূপ বাক্যেরও বাচকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, যে সকল পদ ও পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ সে সকল পদসমুচ্চয় দ্বারা রচিত বাক্যেরই বাচকত্ব স্বীকৃত হয়ে থাকে। অপ্রসিদ্ধ হলে বাচকত্ব সঙ্গত হয় না। এইভাবে বাক্য মাত্রেরই অবাচকত্ব প্রতিপন্ন হয়। অবাচক বাক্য প্রমাণও হতে পারে না। বেদবাক্যও বাক্য। বাক্যাকারে বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্যে কোনও ভেদ নাই। বেদবাক্যও অবাচক। তাই বেদবাক্য সকলেরও কোন অর্থ নাই। তাই তাদেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য নয়।

যাঁরা আপ্তব্যক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, তাঁদের যুক্তি হল আপ্তব্যক্তি হলেন সাক্ষাৎ কৃতধর্মা। তাঁরা যা বলেন, তা অবিসংবাদী। ক্ষীণদোষ ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলেন না। তাঁদের পক্ষে মিথ্যা বলার কোন হেতু নাই।

কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে চার্বাক দার্শনিকগণ বলেন, আপ্তত্ব অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়। অনুমানের সাহায্যে বীতরাগাদি জানতে হবে। কিন্তু অনুমানের প্রমাণ্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং আপ্ত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়।

তাঁরা আরো বলেন যে, যদি আপ্তের অস্তিত্ব থাকেও, তাহা হলে তার উক্তির প্রমাণ্য কীভাবে সিদ্ধ হবে ? প্রামাণ্যের হেতু কি কেবল সত্তা বা অস্তিত্ব মাত্র। নাকি জ্ঞানজনকত্ব ? সত্তা বা অস্তিত্বমাত্রই প্রমাণ, একথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অকারকের কখনো প্রামাণ্য হয় না। আবার যদি বলা হয়, জ্ঞানজনকত্বরূপে আপ্ত ব্যক্তির উক্তির কারকত্ব ও প্রমাণ্য সিদ্ধ হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে আপ্তোক্তি কি স্বয়ং জ্ঞানের জনক নাকি সহকারী কারণের সহায়তায় তা কারণ। যদি বলা হয় স্বয়ং আপ্তোক্তি কারণ, তাহলে বলা যায় তা সম্ভব নয়। কারণ আপ্তোক্তি স্বয়ং বা এককভাবে জ্ঞানজনক হতে পারে না। আপ্তোক্তি স্বয়ং কীভাবে জ্ঞানজনক হয়ে প্রমাণ হবে। এবার যদি বলা হয় আপ্তোক্তি সহকারী কারণের সহযোগিতায় জ্ঞানজনকত্ব সিদ্ধ হয়। তখন আপত্তি হবে সহকারী কারণও দুষ্ট হতে পারে এবং সে কারণে আপ্তোক্তি হলেও বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে।

যেমন নূতন কম্বলযুক্ত কোন বালককে দেখে কোনও প্রবক্তা উচ্চারণ করলেন - এই বালক নব-কম্বলযুক্ত। শ্রোতা কিন্তু যে কোনও কারণে, নয়-সংখ্যা-বিশিষ্ট-কম্বল-যুক্ত বালককে বুঝল। আবার চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্যহেতু এর বিপরীতও ঘটতে পারে। 'নবকম্বলবান' - এরূপ উক্তিতে প্রবক্তার অভিপ্রেত হল এই বালক নবত্বসংখ্যাযুক্ত-কম্বলবান। কিন্তু শ্রোতা নতুন কম্বলসম্বন্ধী বালককে বুঝল। ঠিক একইভাবে বেদবাক্যের বিপরীত অর্থের বোধও হতে পারে।

চার্বাকগণ আপ্তোক্তির প্রামাণ্য খণ্ডনে আরও বলেন, কে আপ্ত তা কীভাবে জানা যাবে ? যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় আপ্তের অস্তিত্ব আছে, তাহলেও তার উক্তির প্রামাণ্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ? কারণ, আদি বক্তা ক্ষীণদোষ হলেও পরম্পরাক্রমে সকল শ্রোতাই যে ক্ষীণদোষ হবে, তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই। নানা কারণে তারা আদি প্রবক্তার উক্তির বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে বেদবাক্যেরও বিপরীত অর্থবোধ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এই সকল কারণে আপ্তোক্তি বলে কোন বাক্যের বা শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না।

এবার চার্বাকগণ বলেন, যাঁরা বলেন বেদ অপৌরুষেয়। তাই তা প্রমাণ। কারণ পুরুষ মাত্রেই রাগাদি প্রধান। তারা বিপরীতচিত্ত সম্পন্ন। ফলে তারা বেদকর্তা হতে পারেন না। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়। তাই তা আকাশাদির ন্যায় নিত্য। বেদের কর্তা অস্মর্যমান - কেউই বেদের কর্তাকে স্মরণ করতে পারেন না। বেদের কোন কর্তা না থাকায় কর্তৃদোষও থাকে না। তাই বেদের কোন দোষ না থাকায় বেদের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে কোন বাধা নাই। আর নির্দোষ কারণজাত বলে বেদজনিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবাক্যজাত জ্ঞানের ন্যায়ই প্রমাণ। আবার বেদজাত জ্ঞান ভ্রান্তও নয়। যে জ্ঞান দেশান্তরে কালান্তরে বাধিত হয়, তা ভ্রান্ত বা মিথ্যাজ্ঞান। কিন্তু বেদজাত জ্ঞান এরকম নয়। তাই তা প্রমাণ।

কিন্তু চার্বাকগণ বলেন, অস্মর্যমান কর্তৃত্বের জন্য বেদ নিত্য, এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ আমাদের বাড়ির পাশে কোন কূপ বা জলাশয়াদি বা কোন পোড়ো মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে তা যদি কারুর স্মরণে না আসে তাহলে কি বলা যাবে যে, তাদের কোন প্রতিষ্ঠাতা নাই ? তাছাড়া কাণাদগণ(বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা) বেদের কর্তার স্মরণ করে থাকেন। সাধারণ লোকও ব্রহ্মা বেদ রচনা করেছেন - এরূপ মনে করে থাকেন। তাছাড়া এই অস্মর্যমানকর্তৃকত্ব হেতুটি কি সকল পুরুষকর্তৃক স্মরণের নিবৃত্তি বোঝায় ? নাকি বিশেষ বিশেষ কয়েকজন পুরুষের স্মরণের নিবৃত্তি বোঝায়। যদি সকল পুরুষের স্মরণ নিবৃত্তি বোঝায়, তাহলে তা জানা সম্ভব নয়। আবার যদি কতিপয় পুরুষের স্মরণ নিবৃত্তি বোঝায়, তাহলে সেক্ষেত্রে অস্মর্যমানকর্তৃকত্বহেতু নানা হেত্বাভাস দোষ(অনৈকান্তিক ইত্যাদি) দুষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে অস্মর্যমানকর্তৃকত্বহেতু কখনোই বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ করতে পারে না।

এছাড়াও বেদ যদি অপৌরুষেয় বলে তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয়ও তার দ্বারা কর্তৃদোষ নিবৃত্ত হলেও শ্রোতৃদোষ কিভাবে নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ বক্তা এক অর্থ যাঞ্চা করে বাক্য প্রয়োগ করলেন, কিন্তু শ্রোতা বিপরীত অর্থ বা ভিন্ন অর্থ বুঝলেন। তার দ্বারা বাক্যর্থবোধ হবে না। ফলত শব্দকে প্রমাণ বলা যাবে না। আবার বেদ নিত্য হলেই যে তার দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান প্রমাণ হবে, এমন নিশ্চয়তা কোথায় ? তাই বলা যায় বেদ অপৌরুষেয় বলে প্রমাণ, তা কিন্তু বলা যায় না।

আবার যারা বলেন, বেদ হতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রমাণ, কারণ, দেশান্তরে, কালান্তরে তা বাধিত হয় না। কিন্তু চার্বাকমতে এই উক্তিও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, বাধারহিত হলেও স্মৃতি কিন্তু প্রমাণ নয়। তাছাড়া বাধা উৎপন্ন না হলে যে তার অভাব আছে তা কিন্তু বলা যায় না। আবার এর দ্বারা বেদ হতে উৎপন্ন জ্ঞানের বাধারহিতত্বহেতু প্রামাণ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠিতও হয় না।

চার্বাকগণ আরও বলেন যে, বেদবোধিত জ্ঞান নির্বিষয়ক। কারণ যজ্ঞাদির সময়ে উচ্চারিত বেদ মন্ত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের কোন বিষয় থাকতে পারে না। বেদবোধিত জ্ঞানের সমকালীন কোনও কর্তব্য নির্দেশক অর্থ অবাস্তব। কারণ, বাস্তব হলে বেদ বাক্যের বিকলতা ও যজ্ঞক্রিয়ার লোপ ঘটে। আর তাই নির্বিষয়তাহেতু বেদবোধিত জ্ঞান ভ্রান্ত বা মিথ্যা। চার্বাকদের সুচতুর যুক্তি হল যদি এরূপ বিষয়হীন জ্ঞান মিথ্যা না হয়, তাহলে হস্ত দ্বারা চক্ষু রগড়ালে যে কেশ পিণ্ডাবস্থা দৃষ্ট হয়(কেশোণ্ডুকজ্ঞান), তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে না। আর যদি নির্বিষয়তাবশতঃ কেশোণ্ডুকজ্ঞান মিথ্যা হয়, তাহলে বেদজাত নির্বিষয়ক জ্ঞানও মিথ্যাই হবে।

আরও বলা যায় অসম্ভাব্যমান অর্থের প্রতিপাদকত্বই বেদবোধিত জ্ঞানে বাধা। যেমন তন্তু, তুরি ও বেমাদির উপস্থিতি ঘটলে বস্ত্র উৎপন্ন হতে দেখা যায়। তারপর বস্ত্রার্থীকে বলা হয় তন্তু সংগ্রহ করতে। এক্ষেত্রে যেরূপ সাধ্যসাধনসম্বন্ধ বোঝা যায়, সপ্ততন্তু যাগাদির ক্ষেত্রে সেরূপ সাধ্যসাধনসম্বন্ধ বোঝা যায় না। ফলে কার সাহায্যে বেদবোধিত উপদেশাদির সাফল্য মিলবে তা বোঝা যায় না। বেদবোধিত কার্যের সাফল্যের সাধন কে হবে ? অপূর্ব নামক অসম্ভব বস্তু সাধন হতে পারে না। কারণ, তার অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। আর এভাবে দেখা যায় দেশান্তরাদিতে অবাধ্যমান, এই হেতু দেখিয়ে যারা বেদজনিত জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা স্বমত স্থাপন করতে পারেন না। তাই বলা যায় বেদবোধিত জ্ঞান যথার্থ নয়, বেদও প্রমাণ নয়।